



275500 - কুরআনে কারীমের কোন সূরাকে নিয়ে বদ্বিরূপাত্মক কটৌতুক করা থেকে সতর্কীকরণ

প্রশ্ন

প্রশ্ন: দুঃখের বিষয় হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমার কাছে এ মসেজেটি এসছে “তারা জনকৈ ফাসকে রোযাদারকে জিজ্ঞেসে করল: রমযান মাসে আপনার অন্তররে অধিক নকিটবর্তী সূরা কোনটি...?! উত্তরে সে বলল: মায়াদি (খাবারের দস্তরখান), দুখান (ধোঁয়া) ও নসিা (নারী)!!!” আশা করি, এ ধরণের কটৌতুক করার বধিান স্পষ্ট করবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

উল্লেখিত কথা চরম গর্হতি এবং আল্লাহর বাণীর সাথে ঠাট্টা-মশকরা; যে বাণী হচ্ছে মহান ও সর্বাধিক সম্মানতি। যে বাণীকে উপহাসকারী কাফরে ও কঠনি শাস্তরি হুমকিপ্ৰাপ্ত। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “মুনাফকেরা ভয় করে তাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না জানি নাযলি হয়, যা ওদরে অন্তররে কথা ব্যক্ত করে দেবে! বলুন, ‘তোমরা বদ্বিরূপ করতে থাক; তোমরা যে ভয় করছ নশ্চয় আল্লাহ তা বরে করে দেবেনে। আর আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেসে করলে অবশ্যই তারা বলবে, ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খলে-তামাশা করছিলাম।’ বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বদ্বিরূপ করছলি? ওজর পশে করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করছে। আমরা তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্షমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবে। কারণ তারা অপরাধী।’[সূরা তাওবা, আয়াত: ৬৪-৬৬]

এ ধরণের ব্যঙ্গ-বদ্বিরূপে কেবেল নরিবোধ ও আল্লাহর সীমারখোর ব্যাপারে বপেরোয়া ব্যক্তবির্গই ল্পিত হতে পারে; যারা দাবী করে যে, আমরা কটৌতুক ও বনিদোদন করছিলাম; ঠিকি ঐ সমস্ত লোকদের মত যাদের সম্পর্কে এই আয়াতে কারীমাটি নাযলি হয়েছিলি।

ইমাম তাবারী তাঁর তাফসরি গ্রন্থে (১৪/৩৩৩) সাদ থেকে, তিনি যায়দে বনি আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে: তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফকদের এক লোক আউফ বনি মালকে (রাঃ) কে বলেন: আমাদের এ সব ক্বারীদের এক অবস্থা তারা পটেরে ব্যাপারে আমাদের সকলেরে চয়ে বশে আগ্রহী, আমাদের মধ্যে বশে মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে তারা বশে ভীৰু? তখন আউফ তাকে বললেন: তুমি মিথ্যা বলছে; বরং তুমি মুনাফকি। অবশ্যই আমি তোমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাব। তখন আউফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানোর জন্য চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে, তার আগহে কুরআন নাযলি হয়ে গেছে। যায়দে বলেন: আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) বলেন: আমি দেখলাম সে



ব্যক্তিরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটরে রশরি সাথে লটকানো অবস্থায় পাথররে আঘাত খাচ্ছে আর বলছে: ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খলে-তামাশা করছিলাম।’ আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বলছিলেন: “তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বদ্বিরূপ করছলি?” এর বেশি বাড়াতে না।

আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর তাফসিরি গ্রন্থে (২/৫৪৩) বলেন: “তারা যা বলছিলি তা হয়তো মন থেকে বলছিলি কথিবা ঠাট্টাচ্ছিলে বলছিলি। যভোবহেই বলুক না কনে: এটা কুফরি। কনেনা কুফরি দিয়ে ঠাট্টা করাও কুফরি- এ নিয়ে উম্মতরে মাঝে কোন মতভেদে নহে। আর বাস্তব তথ্য হচ্ছ হক্ক ও জ্ঞানরে ভাই। আর ঠাট্টা-মশকরা হচ্ছ- বাতলি ও অজ্ঞতার ভাই।[সমাপ্ত]

এই মহান সূরাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন বধি-বধিান, নানাবধি অনুশাসন ও ওয়াজ-নসহিত। মুমনি ব্যক্তি এ সূরাগুলোকে ভালবাসে; কনেনা এগুলো আল্লাহর বাণী। এ কারণে নয় যে, এগুলোতে দস্তরখান (মায়াদি), কথিবা নারী (নসি) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। থাক তো এটাকে পটে ও যটোনাঙগরে চাহদি পূরণ থেকে নষিদিধ রোযাপালনকারীর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।[সমাপ্ত]

এই বশিরী কটৌকটতি আল্লাহর বাণীর অর্থকটেও বকিত করা হয়েছে। ইসলামে যা নষিদিধ ও গ্রহতি এমন কছিক আল্লাহর বাণীর অর্থ ধরা হয়েছে। ধোঁয়া কয়িমতরে একটি আলামত ও নদির্শন। এই বদ্বিরূপকারী ও তার মত লোকরো যে ধোঁয়া (সগিারটে) পান করার আকাঙ্ক্ষী এটা সবে ধোঁয়া নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতএব আপন অপেক্ষা করুন সেই দিনরে যহেই দিনি স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ, তা আবৃত করে ফলেবে লোকদেরকে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (তারা বলবে) হে আমাদরে রব! আমাদরে থেকে শাস্তি দূর করুন, নশিচয় আমরা মুমনি হব। তারা কি করে উপদশে গ্রহণ করবে? অথচ ইতোপূর্বে তাদের কাছে এসছে স্পষ্ট এক রাসূল।”[সূরা আল-দুখান, আয়াত: ১০-১৩]

যে ব্যক্তিরি কাছে এ মসেজেটি পাঠানো হয়েছে তার কর্তব্য হচ্ছ এর প্রতবাদ করা এবং এ মসেজে প্ররেকারীকে উপদশে দয়ো, সবে যনে এ মসেজে পুনরায় প্রচার না করে। যহেতে এই মসেজে আল্লাহর সাথে কুফরি রয়েছে এবং আল্লাহর কালামরে সাথে বদ্বিরূপ রয়েছে।

জহিবর যাবতীয় অর্জন থেকে সাবধান থাকা আবশ্যিক। কারণ একটি মাত্র কথা ব্যক্তিকি পূর্ব-পশ্চিমরে মাঝে যমেন দূরত্ব জাহান্নামরে এমন অতলে নকিষেপে করে।

সহহি বুখারী (৬৪৭৮) ও সহহি মুসলমি (২৯৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন যে, নশিচয় বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টমিলক এমন এক কথা বলে ফলে; যে কথাকে বান্দা তমেন কছি মনে করে না; কনিতু আল্লাহ এই কথার মাধ্যমে তার মর্যাদা উন্নীত করেন। এবং নশিচয় বান্দা আল্লাহর করোধ উদ্রেককারী এমন কোন কথা বলে ফলে, বান্দা সবে কথাকে তমেন কছি মনে করে না; কনিতু এই কথার কারণে



আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামেরে অতলে নক্ষিপে করনে।”

সহহি বুখারী (৬৪৭৭) ও সহহি মুসলমি (২৯৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন যে, তিনি বলেন: নশিচয় বান্দা এমন এক কথা বলে ফলে, যে (তথ্যের) ব্যাপারে সে নশিচিতি হয়নি; এ কথার কারণে সে ব্যক্তি পূর্ব দগিন্তরে চয়ে গভীর জাহান্নামেরে অতলে নমিজ্জতি হবে।

সুনানে তরিমযি (২৩১৯) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৯৬৯) গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাহাবী বলিাল বনি হারছে আল-মুযানি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: “তোমাদেরে কটে আল্লাহর সন্তুষ্টমিলক এমন কথা বলে, সে কথা এত বেশি প্রসারতা পায় যা ঐ বান্দা নিজিও ধারণা করনে। এর প্রতফিলে আল্লাহ্ সে ব্যক্তির আমলনামায় তার সাথে সাক্ষাতরে দনি পর্যন্ত তার সন্তুষ্ট লিখি দনে। নশিচয় তোমাদেরে কটে আল্লাহর করোধ উদ্রকেকারী এমন কথা বলে; সে ব্যক্তি নিজিও ধারণা করে না যে এ কথা এমন পর্যায়ে পৌঁছবে। এর প্রতফিলে আল্লাহ্ সে ব্যক্তির আমলনামায় তার সাথে সাক্ষাতরে দনি পর্যন্ত তার অসন্তুষ্ট লিখি রাখনে। [আলবানী ‘সহহিত তরিমযি’ গ্রন্থে হাদসিটকি সহহি বলছেন]

আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই।

সকলেরে জনে রাখা উচতি: আলমেগণরে সর্বসম্মতক্রমমে কুফরি দিয়ে রসকিতা করাও কুফরি। যমেনটি ইতপূর্ববে ইবনুল আরাবীর উক্ততি উল্লেখ করা হয়েছে। এর জন্যে ব্যঙ্গ-বদ্রূপ উদ্দেশ্য হওয়া শর্ত নয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: এক্ষত্রে তনিটি স্তর রয়ছে:

১. কথা ও গালি উভয়টি উদ্দেশ্য হওয়া। এটি মন থেকে যারা বদ্রূপ করে তাদের কাজ। যভোবে ইসলামেরে শত্রুরা ইসলামকে গালি দিয়ে থাকে।

২. শুধু কথাটি উদ্দেশ্য হওয়া; গালি নয়। অর্থাৎ রসকিতা করে গালি নিরিশে করে এমন কথাকে উদ্দেশ্য করা; সরিয়াসলি নয়। এ ব্যক্তির হুকুমও প্রথম স্তরেরে ব্যক্তির ন্যায়- সে কাফরে হয়ে যাবে। যহেতে এটি বদ্রূপ ও ঠাট্টা।

৩. কথাও উদ্দেশ্য নয়; গালিও উদ্দেশ্য নয়। বরং জহিবর স্থলন ঘটলে এমন কিছু বলে ফলো যা গালি নিরিশে করে; কনিতু আদটো কোন উদ্দেশ্য ছিলি না। কথাও উদ্দেশ্য ছিলি না; গালিও উদ্দেশ্য ছিলি না। এ ব্যক্তিকে এ কাজরে জন্য দোষী করা হবে না। এমন ব্যক্তির ক্ষত্রে এ আয়াতটি নাযলি হয়ছে: “তোমাদেরে অনর্থক শপথরে জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবনে না।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২৫] এ ধরণরে শপথ হচ্ছে এমন- কটে তার কথার মাঝখানে বলে ফলে: ‘লা, ওয়াল্লাহ্ (আল্লাহর শপথ এমনটি নয়) কথিবা বলে ফলে: বালা, ওয়াল্লাহ্ (হ্যাঁ; আল্লাহর শপথ); অর্থাৎ শপথটা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। তাই এ ধরণরে কথার ক্ষত্রে শপথরে হুকুম প্রযোজ্য হবে না। ঠিকি এভাবে মানুষরে মুখে উদ্দেশ্যহীনভাবে



কোন কিছু চলে আসলে সটোর ক্ষেত্রে হুকুম প্রযোজ্য হবে না।”[নূরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র থেকে সংকলিত]

আল্লাহই ভাল জানেন।